গাংনীতে আইনশৃঙ্খলা সভায় যুবদলের হামলার চেষ্টা, হট্টগোল; জামায়াতের বিক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা চলাকালীন সময়ে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের ওপর হামলার চেষ্টা চালায় যুবদলের একটি দল। এ সময় তারা আলম হুসাইনকে মিটিং থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানায়।

এর আগে একটি মিছিল নিয়ে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে প্রবেশ করে তারা। সে সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা চলছিল। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাস, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমির ডাক্তার রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

খবর পেয়ে গাংনীতে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে এসে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উপজেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ ফোরামের সভায় মিছিল নিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশ করায় পুলিশসহ উপস্থিত সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি ও ছাত্রদল নেতা ইমনের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একটি দল সভাকক্ষে প্রবেশ করে কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জামায়াত নেতা আলম হুসাইনকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তাদের সঙ্গে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে আসাদুজ্জামান বাবলু সভাকক্ষ থেকে বের হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। স্থানীয় আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা পৌঁছালে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

একটি সূত্র জানায়, ভিজিএফের চালের মোট বরাদ্দের ২৫ শতাংশ দাবি করেন ইউপি চেয়ারম্যান আলম হুসাইন। এ বিষয়টি নিয়ে যুবদলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। যার কারণে এমন ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে বলে অনেকে

দাবি করেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, “উপজেলার সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষে জোরপূর্বক প্রবেশ করে একজন চেয়ারম্যানকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা যে দলেরই হোক, অপরাধ করেছে। আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।”

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। উপস্থিত সকলের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটলে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ারও অঙ্গীকার করছি।”

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, “আমাদের উপস্থিতিতেই যারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। এদের রুখতে না পারলে গাংনীর বিএনপি মানুষের কাছে ধিকৃত হবে। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই।”

উপজেলা জামায়াতের আমির মো. রবিউল ইসলাম বলেন, “রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধ না হলে গাংনীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হবে। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।”

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস বলেন, “ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা হতবাক।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমরা এমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করি না। আজকের সভায় যা ঘটেছে তার দায় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে নিতে হবে। সুষ্ঠু সমাধান না হলে প্রশাসন প্রক্রিয়াগত ব্যবস্থা নেবে।”

সভার প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “এটি শুধু আলম হুসাইনের ওপর হামলার চেষ্টা নয়, আমাদের সবার ওপর হামলা। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।”

এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে গাংনী উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায়।

মেহেরপুরের দুই প্রতিষ্ঠানে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগর ও সদর উপজেলায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালিত হয়ে দুই ব্যবসায়ীকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মুজিবনগরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদনের অভিযোগে মেসার্স আফিফ বাংলা ফুডকে ১০ হাজার টাকা এবং সদর উপজেলার কাথুলী মোড়স্থ শোলমারী হোটেলকে খাদ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য (হাইড্রোজ) ব্যবহার করার কারণে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতি. দা.) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, ঔষধ, সেমাই, কসমেটিকস ও হোটেলগুলোর কার্যক্রম তদারকি করা হয়। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন মেনে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ইউএনও’র উদ্যোগে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাস্কেটবল

গ্রাউন্ড নির্মাণ শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাড়ে ৭ লাখ টাকার ব্যয়ে বাস্কেটবল খেলার গ্রাউন্ড নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। আজ বুধবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তিনি ঢালাই কাজের সূচনা করেন এবং নির্মাণের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন গ্রাউন্ডটি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও ক্রীড়া চর্চাকে আরও উৎসাহিত করবে।

সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

দেশব্যাপী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ইলিয়াস হোসেন, আহসান হাবিব প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সারাদেশে প্রায় ৪৪ হাজার সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম হতাশার মধ্যে দিনযাপন করছেন। দ্রুত সনদ

স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে তাদের ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান তারা।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কর্মসূচিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশগ্রহণ করেন।

দাম বাড়ার আগেই তেল নিতে মেহেরপুরের পাম্পগুলোতে উপচে পড়া ভিড়

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার আশঙ্কায় মেহেরপুরের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে ভিড় করছেন সাধারণ মানুষ। সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধির আগে কম দামে তেল কিনে রাখতে মোটরসাইকেল ও প্রাইভেটকার নিয়ে অনেকেই পাম্পে ছুটে আসেন।

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার খবরের পর দেশেও মূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতময় পরিস্থিতির কারণে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে এমন আশঙ্কায় আগেভাগেই তেল সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠেন গ্রাহকরা।

দাম বাড়ার ঘোষণার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সন্ধ্যার পর থেকে পাম্পগুলোতে গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। অনেকেই রাত ১২টার আগেই আগের দামে তেল নিতে চান বলে জানান।

সরেজমিনে দেখা গেছে, কিছু পাম্প মালিক নতুন নির্ধারিত মূল্যে তেল বিক্রির প্রস্তুতি নিলেও এখনো আগের দামেই তেল বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাইনে গাড়ির চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থানীয়দের ধারণা, নতুন দাম কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত পাম্পগুলোতে এ ভিড় অব্যাহত থাকতে পারে।

মেহেরপুরে বারি মসুর-৮ ও বারি মটর-৩ এর উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের মাঠ দিবস

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর উদ্যোগে মেহেরপুরে বারি মসুর-৮ ও বারি মটর-৩ এর নতুন জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন কর্মসূচি বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সদর উপজেলার বারাদীতে ইনস্টিটিউটের নিজস্ব গবেষণা কেন্দ্রে বারি মসুর-৮ এবং বেলা ১১টার দিকে বারি মটর-৩ এর কর্মসূচি পালন করা হয়।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মেহেরপুরের প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারাদী বিএডিসি খামারের উপ-পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. জাহান আল মাহমুদ, কৃষি বিজ্ঞানী মামুন হোসেনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মাঠ দিবসে প্রায় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন। তারা বারি মসুর-৮ ও বারি মটর-৩ এর নতুন জাতের চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, ফলন বৃদ্ধি ও আর্থিক সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা নেন।

বারি মসুর-৮ সম্পর্কে জানানো হয়, এ জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল হওয়ায় সাধারণত ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। এর ফলন আগের অনেক জাতের তুলনায় বেশি প্রতি হেক্টরে প্রায় ২২০০ থেকে ২৫০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া জাতটি জেনেটিক্যালি উন্নত হওয়ায় প্রতিকূল পরিবেশেও ভালো ফলন দিতে সক্ষম।

অন্যদিকে বারি মটর-৩ বীজ হিসেবে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ২ থেকে ৩ টন ফলন পাওয়া যায়। আর সবজি হিসেবে সংগ্রহ করলে ফলন আরও বেশি প্রতি হেক্টরে প্রায় ১২ থেকে ১৪ টন পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব।

বক্তারা আরও বলেন, মটর বাংলাদেশের অন্যতম সাশ্রয়ী ডাল ফসল। উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম এবং লাভের সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় কৃষকদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত লাভজনক ও উপযোগী ফসল। কৃষকরা যেহেতু লাভের উদ্দেশ্যেই কৃষিকাজ করেন, সেক্ষেত্রে বারি মটর-৩ তাদের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কর্মকর্তাদের প্রতি অবৈধ সুপারিশ গ্রহণ না করার আহবান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান বলেছেন, জনগণের জন্য যেসব কাজ করা সম্ভব, সেগুলো কোনো ধরনের অবৈধ তদবির (সুপারিশ) বা ফোন ছাড়াই সম্পন্ন করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলার সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা এমপির সামনে তুলে ধরেন।

এমপি বলেন, মেহেরপুর একটি কৃষিপ্রধান এলাকা। কৃষি খাতকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সহযোগীতা নিয়ে এখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবেন বলে জানান।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন অধিদপ্তরের প্রধানরা তাদের দপ্তরের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী আমির খানজাহান আলী ও সেকেটারি খাইরুল বাশার।

এর আগে সংসদ সদস্য উপজেলায় পৌঁছালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সকল কর্মকর্তা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় সবজি ও মাছের বাজারে খুচরা পর্যায়ে কাঁচকলা, বেগুন, কাঁচা মরিচ, শসা, বেসন, ছোলার ডাল, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লেবু, মাছ, মুরগির মাংস ও খাসির মাংসসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে দোকানিদের ক্রয়-বিক্রয়ের পাকা ভাউচার সংরক্ষণ, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করা এবং মূল্য তালিকা প্রদর্শনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিএসটিআইয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে হোটেল বাজার এলাকায় পৃথক মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৯ ধারায় ৪টি পৃথক মামলায় মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানায়, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস

মুজিবনগরে পেঁয়াজের মানসম্মত বীজ উৎপাদন কৌশল বিষয়ক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর সদরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে

মুজিবনগর পিকনিক স্পটে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, এমএলটি সাইট মুজিবনগরের বৈজ্ঞানিক সহকারী হাসান আলীর সঞ্চালনায় এবং বারাদি, মেহেরপুর সদরস্থ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মতিয়ার রহমানের (প্রকল্প পরিচালক) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, মুজিবনগর কৃষি অফিসের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাসানুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মাঠ দিবসে সভাপতি ও প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মানসম্মত পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের সঠিক পদ্ধতি ও করণীয় বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়া হাতে-কলমে দেখানো হয় কীভাবে হাতের মাধ্যমে পেঁয়াজ ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে উন্নত ও পরিপুষ্ট বীজ উৎপাদন করা যায়।

মাঠ দিবসে প্রায় ৮০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।